যাবার পরও সে সাতদিন কলেজ attend করেছে। বড়দার lecture সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, Proxy আর কোন দিন দিচ্ছি না। সেইদিনই Proxy Club এর সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সেন।
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ।

আর্থিক উন্নতি ও জাতীয় সাহিত্য।

(ছাত্র সম্মিলনে অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত)

তোমরা বঙ্গবাসী কলেজের বাঙ্গালী ছাত্র, আমিও একজন বাঙ্গালী শিক্ষক। বাঙ্গলা ভাষায় তোমাদিগকে সম্বোধন করা এবং বাঙ্গলা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করাই আমার মনে হয়, স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কোন বিষয়ে তোমাদিগকে কি বলিতে হইবে তাহা আমাকে তোমরা জানাও নাই। এই স্বাধীনতার সুযোগ লইয়া তোমাদিগকে স্বাধীন ভাবে কয়েকটী কথা বলিব। জানিনা তোমরা ইহাতে কতদূর আনন্দ পাইবে। তোমরা অনেকেই জান যে আমি অর্থ শাস্ত্রের কিছু কিছু আলোচনা করিয়া থাকি এবং অর্থেরও অভাব বলিয়া নানাপ্রকারে অর্থান্বেষণের চেষ্টা আমার করিতে হয়। এজন্য অনেকের নিকট Dualist ও Pluralist বলিয়া অভিহিত। আমি Dualist বা Pluralist হইলেও তোমাদের সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করার সময়ে অন্য কাহারও অপেক্ষা আমি কম উদ্যোগী ও উদ্যমশীল নহি।

সাহিত্যের সেবা করিবার সুযোগ আমার ভাগ্যে খুব কমই হয়। পূর্ণিমার রাত্রে যমুনা পাশে বসিয়া যমুনা বক্ষে চাঁদের মালা দেখার বা কল্পনা করার অবসর আমার কখনও হয় নাই। শিশুর হাসির মধ্যে স্বর্গের সুষমা কেমন করিয়া জমান থাকে তাহা আমি একাধিক শিশুর পিতা হইয়াও কখনও বুঝিতে পারি নাই। Milton ও Michael, Shelley এবং রবীন্দ্র প্রভৃতি কবির ভাব সৌন্দর্য্যের সৌসাদৃশ্য কোথায় তাহা ও বিশেষ ভাবিয়া দেখি নাই। এই সকল কথা হইতে তোমরা অবশ্য বুঝিও না যে আমি সাহিত্য আলোচনার বিরোধী। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের অন্তস্তরে অতুলনীয় পবিত্র আনন্দের প্রস্রবণ নিহিত আছে। যাঁহারা অনন্য মনে ও নিরবছিন্ন অধ্যবসায়ের সহিত সাহিত্যের সেবা করেন তাঁহারা সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া থাকেন। এই আনন্দ ছাড়া সমাজের সহিত সাহিত্যের এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে যাহার জন্য সাহিত্যের আলোচনা আমি বেশী প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান মনে করি।

যে কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে দর্শনের ন্যায় সাহিত্যে সমাজের আচার ব্যবহার রীতিনীতি হাবভাব প্রতিফলিত থাকে এবং সমাজের গঠন ও সংস্কার যে সমাজে যে ভাবে হওয়া প্রয়োজন তাহার ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ তৎকালীন সাহিত্যে নির্দ্ধারিত করা আছে। এই কারণে সাহিত্যসেবী ও এক শ্রেণীর দেশসেবী বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে বৌদ্ধযুগের সামাজিক আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সেই সময়ের প্রাকৃত ভাষা বাঙ্গলা ভাষায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধযুগের পর যখন পৌরাণিক যুগ আসিল তখন বৌদ্ধদিগের নাস্তিকতা প্রভৃতি দৃঢ় করিবার জন্য রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেবদেবীর পূজা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতির জন্য

সাহিত্যে আবার নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে মুসলমান রাজাদিগের আধিপত্যে যখন ক্রমশঃ হিন্দু ধর্ম্মে মলিনতা আসিয়া পড়িতেছিল এবং শাক্ত মতাবলম্বী হিন্দুদিগের কদাচারে সমাজ কলুষিত হইয়া পড়িতেছিল তখন নবদ্বীপে প্রেমের ঠাকুর গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বন্যায় সমাজের কদাচার ও মলিনতা অনেকটা দূর হইয়াছিল। এই সময়ে সাহিত্যেও রূপ, সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তদনুরূপ ভাবের ধারা ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এখন প্রশ্ন এই যে আমাদের ন্যায় পরাধীন দীন নিরন্ন মরনোন্মুখ জাতির সাহিত্যের আলোচনা কি ভাবে হওয়া উচিত? অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষের রাশি রাশি সৈন্য দেখিয়া অবসাদে যখন বলিয়াছিলেন দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্, সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে, গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে। ভগবান্ কৃষ্ণ তখন সময়োচিত ওজস্বিনী ভাষায় ধনুর্দ্ধর পার্থের অবসাদ দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে, ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" শীতে নগ্নদেহ ব্যক্তির নিকটে বসন্তের মলয় বাতাস সম্বন্ধে কবিতা শ্রবণ করাইবার কোনও প্রয়োজন বা মূল্য নাই। দুর্ভিক্ষে অনাহারে জীর্ণশীর্ণ ব্যক্তির নিকট দীলিপ বাবুর মত সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীতের সম্বন্ধে সারগর্ভ প্রবন্ধ আদৌ প্রীতিকর বা রুচিকর হয় না। আমাদিগের মত পরমুখাপেক্ষী অলস ও মরণোন্মুখ জাতির উপযোগী সাহিত্য ইহা নহে। বর্ত্তমান আর্থিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুরূপ এমনভাবে সাহিত্যের আলোচনা হউক যাহাতে তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার ও বিলাসিতার মোহ কাটিয়া যায় তোমাদের হৃদয়ে পরমুখাপেক্ষিতার

পরিবর্ত্তে স্বাবলম্বনের আবির্ভাব হয়, আলস্য দূর হইয়া তোমাদের মধ্যে অধ্যবসায় ও উদ্যম ফিরিয়া আসে এবং তোমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হয়। এই প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তোমরা England's Work in India প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া যাহা যাহা শিখিয়াছ তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে হইবে। গ্রীকদেশের ইতিহাস হইতে তাহাদের অতীত গৌরব কিম্বা আমাদের ইতিহাস হইতে আমাদের অতীত গৌরব কাহিনী জানিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া আয়র্লণ্ডবাসীদিগের এবং মিসরবাসীদিগের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে। পোলাণ্ড ও অস্ট্রিয়া রুশিয়ার হস্তে নিজের সত্তা হারাইয়া তাহাদের জাতীয় জীবনের পুনর্লাভের জন্য কিরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল এবং অবশেষে গত ইউরোপের যুদ্ধের অবসানে কিরূপে তাহারা জাতীয় জীবন লাভ করিয়াছিল তাহা জানিতে হইবে। ১৮৬১ সালে Emancipation of Serfs এর সময় হইতে Soviet Government স্থাপিত হইবার সময় পর্য্যন্ত রুসিয়ার ইতিহাসের (এবং Lenin, McSwiney দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির জীবন চরিত আলোচনা করিতে হইবে। ইহা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে আর্থিক উন্নতি ভিন্ন জাতীয় জীবনের উন্নতি লাভ করা যায় না। এইজন্য ইংরাজেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে ইংলণ্ডের আর্থিক উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। জার্ম্মানি ও আমেরিকার ইতিহাস দেখিলেও এই সত্যের উপলব্ধি হইবে। ১৮৬৮ সাল হইতে জাপান আর্থিক উন্নতি কল্পে চেষ্টা আরম্ভ করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের জাতীয় জীবনের উন্নতি হয়। মহাত্মা গান্ধীও বুঝিয়াছেন যে ভিখারী জাতির জাতীয় জীবনের উন্নতি চেষ্টা বাতুলতা

মাত্র। এই জন্যই তিনি এখন ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য তাঁহার দেহ মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন। আর্থিক উন্নতি বাহুল্য অপেক্ষা ব্যয়ের সঙ্কোচের উপর নির্ভর করে। প্রচুর আয় থাকিলেও ব্যয় সঙ্কোচ না করিলে আর্থিক উন্নতি হয় না। আমাদের এই দরিদ্র দেশের গভর্ণমেণ্টের ব্যয়াধিক্য সম্বন্ধে সময়ান্তরে তোমাদিগকে কিছু বলিব। কেবল ঐ সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াই আমি শেষ করিব। তোমরা বোধ হয় অনেকে জান না যে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জার্ম্মানির প্রত্যেক লোকের দৈনিক আয় প্রায় ১॥০ টাকা এবং আমাদের দেশের প্রত্যেকের দৈনিক আয় ৻১৫ পয়সার অধিক হইবে না। যাহাদের দৈনিক আয় ৻১৫ তাহাদের বেশভূষা, বাড়ী ঘর, অর্থাৎ standard of life কিরূপ হওয়া উচিত তাহা তোমরাই বিবেচনা কর। তোমাদের স্কুল কলেজের বাড়ী, ছাত্রাবাস এবং তোমাদের standard of living এই আয়ের অনুরূপ কিনা তাহা বিবেচনা কর। যাহাদের স্বদেশবাসী নগ্নদেহে বৃক্ষতলে অনশনে দিন কাটাইতেছে তাহাদের কি বিলাসিতা সাজে? মহাত্মা ইহাই বুঝাইবার জন্য কৌপীন ধারী হইয়া অর্দ্ধাশনে তোমাদের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তোমাদের সম্মুখে এই মহাত্মার ছবি রাখিবে, তাঁহার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে, তাহা হইলে দেখিবে ক্রমশঃ তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতায় মোহ ও বিলাস-প্রিয়তা ছুটিয়া যাইবে। তোমাদের মধ্যে স্বাবলম্বনের ও উদ্যমের বিকাশ হইবে এবং তদ্দ্বারা দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। আমি বড়ই দুঃখিত যে ইংরাজের শাসনে আমাদের কৃষি, শিল্প, পল্লী-জীবন, শিক্ষা প্রচার প্রভৃতি সম্বন্ধে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা বলিবার সময় আজ পাইলাম না। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় সময়ান্তরে তাহা বলিব। ইতি—